রাসুল(সঃ) এঁর চিঠি

আম্মানের বাদশাহের নামে

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়ারহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম।

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে," রসুল(সঃ) এঁর চিঠি আম্মানের বাদশাহের নামে।"

আম্মানের বাদশাহের নামে

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আম্মানের বাদশাহ জেফার এবং তার ভাই আবেদের নামেও একখানা চিঠি লেখেন। তাদের পিতার নাম ছিল জুলানদি। চিঠির বক্তব্য নিম্নরূপ-

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

আব্দুল্লাহর পুত্র মোহাম্মদের পক্ষ থেকে জুলানদির দুই পুত্র জীফার ও আবেদের নামে।

সালাম সে ব্যক্তির ওপর , যিনি হেদায়েতের অনুসরণ করেন। অতপর আমি আপনাদের উভয়কে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি। ইসলাম গ্রহণ করুন , শান্তিতে থাকবেন। কেননা আমি সকল মানুষের প্রতি আল্লাহর রসুল । যারা জীবিত আছে তাদের পরিণামের ভয় দেখানো এবং কাফেরদের জন্যে আল্লাহর কথার সত্যতা প্রমাণের জন্যেই আমি কাজ করছি। ইসলাম গ্রহণ করলে আপনাদেরকেই শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাখা হবে। যদি অস্বীকৃতি জানান তবে আপনাদের বাদশাহী শেষ হয়ে যাবে। আপনাদের ভূখন্ড ঘোড়ার হামলার স্বীকার হবে, আপনাদের বাদশাহীর ওপর আমার নবুয়ত বিজয়ী হবে।

এ চিঠি পৌছানোর জন্যে হযরত আমর ইবনুল আস(রাঃ)-কে মনোনীত করা হয়। তিনি বলেন, আমি রওয়ানা হয়ে আম্মান পৌছি এবং আবেদের সাথে সাক্ষাৎ করি। দুই ভাইয়ের মধ্যে আবেদ ছিল নরম মেযাজের। তাকে বললাম, আমি আপনার এবং আপনার ভাইয়ের কাছে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে দূত হিসাবে এসেছি। তিনি বললেন, আমার ভাই বয়স এবং বাদশাহী উভয় দিক থেকেই আমার চেয়ে বড়ো এবং অগ্রগণ্য। কাজেই আমি আপনাকে তার কাছে পৌছে দিচ্ছি, তিনি নিজেই আপনার আনীত চিঠি পড়বেন। একথার পর আবেদ বললেন, আচ্ছা আপনারা কিসের দাওয়াত দিয়ে থকেন?

আমিঃ আমরা আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিয়ে থাকি। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর কোন শরীক নেই। আমরা বলে থাকি , আল্লাহ ব্যতীত যার এবাদত করা হয় তাকে ছেড়ে দিন এবং এ সাক্ষ্য দিন , মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রসুল।

আবেদঃ হে আমর, আপনি আপনার কওমের সর্দারের পুত্র। বলুন, আপনার পিতা কি করেছিলেন? আপনার পিতার কর্মপদ্ধতিই আমাদের জন্যে অনুসরণযোগ্য হবে।

আমিঃ তিনি মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর বিশ্বাস স্থাপনের আগেই ইন্তেকাল করেছেন। আমার খুবই আফসোস হচ্ছে, যদি তিনি ইসলাম গ্রহণ এবং আল্লাহর রসুলের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করতেন, কি যে ভালো হতো। আমিও তার মতাবলম্বী ছিলাম, কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাকে ইসলামের হেদায়েত দিয়েছেন।

আবেদঃ আপনি কবে থেকে তাঁর অনুসরণ শুরু করেছেন?

আমিঃ বেশী দিন হয়নি।

আবেদঃ আপনি কোথায় ইসলাম গ্রহণ করেছেন?

আমিঃ নাজ্জাশীর সামনে। নাজ্জাশীও মুসলমান হয়েছিলেন।

আবেদঃ ইসলাম গ্রহণের পর তার স্বজাতি বাদশাহীর কি করেছে?

আমিঃ তাকে বাদশাহীতে বহাল রেখেছে এবং তার আনুগত্য করেছে।

আবেদঃ গীর্জার পাদ্রী এবং অন্যরাও কি তার আনুগত্য করেছে?

আমিঃ হা, সবাই তার আনুগত্য করেছে।

আবেদঃ হে আমর, ভেবে দেখুন, আপনি কি বলছেন। মনে রাখবেন, একজন মানুষের জন্যে মিথ্যার চেয়ে খারাপ অভ্যাস আর কিছুই হতে পারে না।

আমিঃ আমি মিথ্যা বলছি না। মিথ্যা বলা আমরা বৈধও মনে করি না।

আবেদঃ আমি মনে করি, সম্রাট হেরাক্লিয়াস নাজ্জাশীর ইসলাম গ্রহণের কথা জানেন না।

আমিঃ অবশ্যই জানেন।

আবেদঃ আপনি বুঝলেন কি করে?

আমিঃ নাজ্জাশী হেরক্লিয়াসকে খেরাজ পরিশোধ করতেন, কিন্তু ইসলাম গ্রহণ এবং মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্যতা মেনে নেওয়ার পর বললেন, আল্লাহর শপথ, এখন থেকে হেরাক্লিয়াস যদি আমার কাছে একটি দেরহামও চান তবু আমি তাকে দেব না । এ খবর হেরাক্লিয়াসের দরবারে পৌছার পর তার ভাই ইয়ানাক তাকে বলেছিলো, আপনি কি খেরাজ দিতে নারাজ আপনার এমন একজন ভৃত্যকে ছেড়ে দেবেন? সে আপনার দ্বীন ত্যাগ করে অন্য একজনের দ্বীন গ্রহণ করবে, তাও কি আপনি মেনে নেবেন? হেরাক্লিয়াস বললেন, এ লোক একটা দ্বীন পছন্দ করে তা গ্রহণ করেছে, আমি তাকে কি করতে পারি? খোদার কসম , রাজত্বের লোভ না হলে আমি নিজেও তাই করতাম, নাজ্জাশী যা করেছেন।

আবেদঃ আমর ভেবে দেখুন, আপনি কি বলছেন?

আমিঃ আল্লাহর শপথ, আমি সত্য কথাই বলছি।

আবেদঃ আচ্ছা বলুন, তিনি কি কাজের আদেশ দেন আর কি কাজ করতে নিষেধ করেন?

আমিঃ তিনি আল্লাহ তায়ালার আনুগত্যের আদেশ প্রদান করেন এবং তাঁর নাফরমানী থেকে নিষেধ করেন। নেকী এবং আত্মীয় স্বজনদের সাথে ভালো ব্যবহার করার আদেশ দেন। যুলুম , অত্যাচার, বাড়াবাড়ি, ব্যভিচার, মদপান, পাথর, মূর্তি এবং ক্রুশ-এর উপাসনা করতে নিষেধ করেন।

আবেদঃ তিনি যেসব কাজের আদেশ করেন এর সবই তো ভালো কাজ। আমার ভাই যদি আমার অনুসরণ করবেন বলে ভরসা পেতাম , তবে আমরা সওয়ার হয়ে মদীনায় ছুটে যেতাম এবং মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এঁর ওপর ঈমান আনতাম, কিন্তু রাজত্বের ওপর আমার ভাইয়ের প্রবল লোভ, তিনি রাজত্ব হারানোর ভয়ে অন্য কারো আনুগত্য মেনে নেবেন কিনা, সন্দেহ রয়েছে।

আমিঃ যদি তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন তবে আল্লাহর রসুল তাকেই তার বাদশাহীতে বহাল রাখবেন। তবে তাকে একটা কাজ করতে হবে, ধনীদের কাছ থেকে সদকা আদায় করে গরীবদের মধ্যে বিতরণ করতে হবে।

আবেদঃ এটা তো বড় ভালো কথা। আচ্ছা বলুন তো, সদকা কি জিনিস?

আমিঃ বিভিন্ন দ্রব্যের ওপর আল্লাহর রসুলের নির্ধারণ করা সদকার বিবরণ উল্লেখ করলাম।

আবেদঃ উটের প্রসঙ্গ এলে আবেদ বললেন, হে আমর, আমাদের ওসব পশুপাল থেকেও কি সদকা নেয়া হবে, যারা নিজেরাই চারণ ভূমিতে চড়ে বেড়ায়।

আমিঃ হাঁ।

আবেদঃ আল্লাহর শপথ, আমি জানি না, আমাদের দেশের মানুষ দেশের বিশালতা এবং উটের সংখ্যাধিক্যের কথা ভেবে এটা মেনে নেবে কি না।

আমর ইবনুল আস বলেন,আমি রাজদরবারের দেউড়িতে কয়েক দিন কাটাই। আবেদ তার ভাইয়ের কাছে গিয়ে আমার বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করেন। একদিন আমাকে ডাকলে আমি ভেতরে প্রবেশ করি। প্রহরীরা আমার বাহু আঁকড়ে ধরে। আবেদ বললেন, ছেড়ে দাও, ওরা তখন আমাকে ছেড়ে দেয়। আমি বসতে চাইলে প্রহরীরা আমাকে বসতে দেয়নি। আমি বাদশাহর দিকে তাকালে তিনি বললেন, বলুন, কি বলতে চান? আমি মুখবন্ধ খামের চিঠি তার হাতে তুলে দেই। তিনি খামের মুখ ছিঁড়ে চিঠিখানা পড়লেন। সব পড়ার পর তার ভাইয়ের হাতে দিলেন। আমি লক্ষ্য করলাম, বাদশাহর চেয়ে তার ভাই আবেদ অপেক্ষাকৃত নরম মেযাজের মানুষ।

বাদশাহ জিজ্ঞেস করলেন, কোরায়েশরা কি পন্থা অবলম্বন করেছে, বলুন।

আমিঃ সবাই তাঁর আনুগত্য মেনে নিয়েছে। কেউ দ্বীনের প্রতি ভালোবাসার কারণে, আবার কেউ তলোয়ারের ভয়ে।

বাদশাহঃ তাঁর সাথে কি ধরণের লোক রয়েছে?

আমিঃ সব ধরণের লোকই রয়েছে। তারা আগ্রহের সাথে ইসলাম গ্রহণ করেছে। ইসলামকে অন্য সকল দ্বীনের ওপর প্রাধান্য দিয়েছে। আল্লাহর হেদায়াত এবং বিবেকের পথ নির্দেশনায় তারা বুঝতে পেরেছে, এ যাবত তারা ছিলো পথভ্রষ্ট। আমার জানামতে এ এলাকায় আপনিই শুধু এখনো ইসলাম গ্রহণ করেননি। আপনি যদি ইসলাম গ্রহণ এবং মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য না করেন , তবে ঘোড়া ও উটের পিঠে সওয়ার হয়ে আসা লোকেরা

আপনাকে তছনছ করে আপনার সজীবতা নিশ্চিহ্ন করে দেবে। কাজেই ইসলাম গ্রহণ করুন , শান্তিতে থাকবেন। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনাকেই আপনার কওমের শাসনকর্তা হিসাবে বহাল রাখবেন। আপনার এলাকায় কোন হামলাকারী প্রবেশ করবে না।

বাদশাহ বললেন, আপনি, আগামীকাল আমার সাথে দেখা করুন।

এরপর আমি বাদশাহর ভাইয়ের কাছে ফিরে এলাম।

আবেদ বললেন, আমর, আমার ধারণা, বাদশাহীর লোভ প্রবল না হলে আমার ভাই ইসলাম গ্রহণ করবেন।

পরদিন পুনরায় বাদশাহর কাছে যেতে চাইলাম, কিন্তু তিনি ভেতরে যাওয়ার অনুমতি দেননি। আমি ফিরে এসে তার ভাইকে বললাম, আমি বাদশাহর কাছ পর্যন্ত পৌছতে পারিনি। সে আমাকে বাদশাহর কাছে পৌছে দেয়। বাদশাহ বললেন , আপনার উপস্থাপিত দাওয়াত সম্পর্কে আমি ভেবে দেখেছি। আমি যদি বাদশাহী এমন একজনের কাছে ন্যস্ত করি, যার সেনাদল এখনো পৌছেইনি, তবে আমি আরবে বেশী দুর্বল এবং ভীরু বলে পরিচিত হবো। যদি তার সৈন্যরা এখানে এসেই পড়ে, তবে আমরা তাদের যুদ্ধের সাধ মিটিয়ে দেবো।

আমি বললাম, ঠিক আছে, আমি আগামীকাল ফিরে যাচ্ছি।

আমার যাওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার পর বাদশাহ তার ভাইয়ের সাথে নির্জনে মতবিনিময় করেন। বাদশাহ তার ভাইকে বললেন,এ রসুল যাদের ওপর বিজয়ী হয়েছে, তাদের তুলনায় আমরা কিছুই না। তিনি যার কাছেই পয়গাম পাঠিয়েছেন তিনিই দাওয়াত কবুল করেছেন।

পরদিন সকালে পুনরায় আমাকে বাদশাহর দরবারে ডাকা হয়। বাদশাহ এবং তার ভাই উভয়েই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর ঈমান আনেন। সদকা আদায় এবং বাদী বিবাদীর মধ্যে ফয়সালা করতে আমাকে স্বাধীনতা দেয়া হয়। কেউ আমার বিরোধিতা করলে তারা আমাকে যথেষ্ট সাহায্য সহযোগীতা করেন।

এ ঘটনার বিবরণ ও প্রকৃতি দেখে মনে হয়, অন্যান্য বাদশাহের চিঠির পরে আল্লাহর রসুল এ চিঠি প্রেরণ করেছিলেন। সম্ভবত মক্কা বিজয়ের পর এ চিঠি প্রেরণ করা হয়।

এ সকল চিঠির মাধ্যমে রসুল(সঃ) বিশ্বের অধিকাংশ এলাকায় তাঁর দাওয়াত পৌছে দিয়েছিলেন। জবাবে কেউ কেউ ঈমান এনেছে, কেউ কুফরীর ওপর অটল থেকেছে।

তবে এসব চিঠির প্রভাব এটুকু হয়েছে ,যারা কুফুরী করেছে তাদের মনোযোগও এদিকে আকৃষ্ট হয়েছে এবং তাদের কাছে আল্লাহর রসুলের নাম এবং তাঁর প্রচারিত দ্বীন একটি পরিচিত বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

সুতরাং প্রিয় ভাই ও বোনেরা আমরা শেষ নবীর উম্মত। এরপর আর কোন নবী আসবেন না। নবীর দাওয়াতের মিশনের দায়িত্ব তার উম্মতের উপর। আসুন আমরা নিজেরা নিজেদের জীবনে আল্লাহ ও রসুলের হুকুম আহমাক বাস্তবায়ন করি এবং অন্যদেরকেও অর্থাৎ অমুসলিমদের কাছেও ইসলামের দাওয়াত পৌছে দেই এবং তাদেরকে আহ্বান করি ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেয়ার জন্য। আল্লাহ আমাদের সাহায্য করুন। আমীন।

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়ারহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।

....